CBCB Newsletter

Vol. 13, Number I *Special Issue: January - March 2020* www.cbcbsec.org

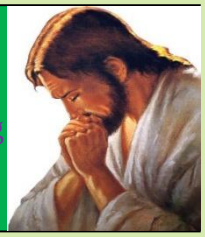

Editorial

We, all are aware of what has been going on all over the world due to NOVEL CORONA VIRUS (COVID 19) crisis.

The Catholic Bishops' Conference of Bangladesh (CBCB) arranged a teleconference on Tuesday, March 24, 2020 from 9:00 to 10: 00 a.m. to make and give some common Directions/Instructions to the Catholic faithful of the local Church in Bangladesh.

We are posting and making it public through a special issue of CBCB Newsletter in BANGLA for our readers. This special Issue is basically on the Directions and Instructions by the CBCB, and for the BANGLA speaking people. We hope that these directions by the CBCB, will help people to be more aware, alert and take necessary measures to prevent and protect themselves from this coronavirus disease which is a pandemic within the country and all over the world.

We have been praying as Christians during this season of Lent. The season of Lent calls us to focus on the suffering, death on the Cross and Resurrection of Jesus Christ. The entire life of Jesus is the focal point of our reflection and prayer as individuals and in families. Let us not forget that Jesus Christ, the Son of God has come into the world to give us life. Let us constantly pray to God, the giver and proctor of all lives, for prevention and protection from this devastating crisis of the world caused by novel coronavirus.

We all know and believe that Blessed Virgin Mary is "Health of the Sick" and Mother Mary is always taking care of her children, especially at the moment of difficulties and crisis in life. Let us constantly ask the Virgin Mary to watch over the world in this current moment of crisis. Let us pray that God will cease the coronavirus worldwide and that He will heal everyone who is currently affected by it.

Let us pray to Jesus everyday: Lord Jesus, I trust in you. Let us remain united in prayer and in spirit and let there be constant spiritual communion with God, the Father, the Son and the Holy Spirit, the Triune God and communion with one another.

May risen Jesus Christ, renew the gift of life within us and deepen our faith in Him at this moment of crisis all over. May Peace of the risen Christ be with you all!

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বনে করণীয়
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নির্দেশনা

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,
আপনাদের সকলকে জানাই খ্রিস্টিয় প্রীতি ও প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা!

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া নোভেল করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) বাংলাদেশেও সংক্রমিত হয়েছে এবং হচ্ছে। **জনবহুল দেশ হিসাবে এই রোগ ব্যাপক আকারে সংক্রমনের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে ঝুঁকি এড়াতে লক্‌ডাউন করার কথা সুপারিশ করেছেন।** বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। আপনারা নিয়মিত সংবাদ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে এই রোগের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ পরিস্থিতি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই নানাধরনের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সারাবিশ্বের সকলকে এই রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্তে প্রতিদিন বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত ও পরিবারে প্রার্থনা করার বিনীত আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সবাইকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা পালন করতে ও এই রোগের প্রতিকারে নিয়মিত প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

১. **বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, জনসমাগম এড়িয়ে চলুন এবং যার যার অবস্থান থেকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সহায়তা করুন।**
২. নোভেল করোনাভাইরাস সম্পর্কে আতঙ্কিত না হয়ে ব্যক্তিগত ভাবে ও পরিবারে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করুন।
৩. সাবান পানি দিয়ে কম পক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবৎ হাত ভালমত ধৌত করুন, বার বার হাত পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।
৪. হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন। যেখানে সেখানে কফ্ ও থুথু ফেলবেন না।
৫. হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড়/রুমাল দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাক্‌নাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন। হাত, কাপড়/রুমাল সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৬. আক্রান্ত ব্যক্তি হতে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন ও নিরাপত্তার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন।
৭. গণপরিবহন যদি একান্তই ব্যবহার করতে হয়, মাস্ক ব্যবহার করা; কোনকিছু স্পর্শ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা; যাত্রা শেষে স্যানিটাইজার দিয়ে অনন্তঃপক্ষে শরীরের খোলা জায়গা জীবানুমুক্ত করা;
৮. করোনা ভাইরাস থেকে নিরাময়ের জন্য নানা প্রকার গুজব, কুসংস্কার, অপপ্রচার পরিহার করুন;

পালকীয় যত্নে করণীয়

৯. অসুস্থ ও বৃদ্ধ খ্রিস্টভক্তগণকে বর্তমান জরুরী অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে নিরুৎসাহিত করা;
১০. মুখে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন, যাজকগণ খ্রিস্টযাগ শুরুর আগে, খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণের আগে ও পরে এবং খ্রিস্টযাগ শেষে মোট চারবার স্যানিটাইজার ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার রাখুন;
১১. পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গির্জায় পবিত্র পানি'র পাত্র শুকনো রাখা ও স্পর্শ করা হতে বিরত থাকা;
১২. জরুরী অবস্থায় রোগীদের সাক্রামেন্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে যাজকগণ এগিয়ে যাবেন, এ'সময় যাজকগণকে সাবধানতা স্বরূপ রোগীর কাছে যাওয়ার আগে ও পরে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে; যাতে তিনি সংক্রমিত না করেন ও সংক্রমিত না হন; প্রয়োজনে গ্লাভ্‌স ব্যবহার করুন;
১৩. যদি কোন খ্রীষ্টভক্ত করোনা ভাইরাস আক্রান্তের এই সময়ে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এসে থাকেন, তাহলে সরকারী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলুন। যাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে (আইসোলেশনে) থাকতে বলা হয় তারা নিজের ও পরিবারের এবং দেশের জনগণের মঙ্গলচিন্তা করে তা যথাযথভাবে পালন করুন।
১৪. **করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সাবধানতার পাশাপাশি এর প্রকোপ নিরসনে বিশ্বব্যাপী অনেক প্রার্থনা, সংকল্প ও সংযম প্রয়োজন। আসুন আমরা নিয়মিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবে জীবনদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।**

পুণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠান সমূহের জন্য বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নির্দেশনা

প্রেক্ষাপট

১) সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর জন্য পুণ্য সপ্তাহের উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার কিছু নির্দেশনা পোপ মহোদয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সব দেশের বিশপ সম্মিলনীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

২) ইতিমধ্যে যে সব দেশগুলো অন্যান্য দেশ থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন (Shut down) করা হয়েছে, সে সব দেশগুলোর প্রেক্ষাপটে এই নির্দেশনাগুলো দেয়া হয়েছে।

৩) আমাদের দেশ এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে (Shut down) করা হয়নি। তবে সরকারের এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে (Shut down) এর পক্ষে আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪) সরকার যদি দেশকে (Shut down) করে তাহলে পূণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলো খুবই সীমিত আকারে অনুষ্ঠিত হবে।

৫) ঐতিহ্যগত ভক্তপ্রাণ খ্রীষ্টভক্তগণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন পূর্বক তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিমিত্তে ইন্টারনেটের (সম্ভব হলে টেলিভিশন) মাধ্যমে পূণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলো সরাসরি সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা হবে।

৬) এখানে লক্ষণীয় যে, করোনা আক্রান্ত রোগী, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিক, শ্বাস-কষ্ট/হাপানী, হৃদরোগসহ অন্যান্য জটিল রোগে যারা ভোগছে তারা অবশ্যই অনুষ্ঠানগুলোতে অনুপস্থিত থাকবে। তবে ঘরে থেকে ব্যক্তিগতভাবে এবং পারিবারিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭) কোন কারণে গির্জায় উপস্থিত হলে প্রবেশের সময়ে ভাল মতো হাত পরিস্কার করুন, হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।

ক) তালপত্র রবিবার

গির্জার বাইরে তালপত্র আশীর্বাদ ও শোভাযাত্রা ব্যতিত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে।

খ) তৈল আশীর্বাদের খ্রীষ্টযাগ

ধর্মপাল তাঁর নিজস্ব ধর্মপ্রদেশে পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্দিষ্ট দিনে বা অন্য কোন দিনে তৈল আশীর্বাদের খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠান করতে পারবে।

গ) পুণ্য বৃহস্পতিবার

পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান ছাড়া খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠিত হবে। খ্রীষ্টযাগের পর সাক্রামেন্ট যথারীতি নির্ধারিত নিয়ম সিন্ধুকে রাখা হবে। আরাধনাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো হবে না।

ঘ) পুণ্য শুক্রবার

পুণ্য শুক্রবারে ক্রুশের পথ ও ক্রুশের অর্চনা ছাড়া, অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারবে। তবে ক্রুশের অর্চনা অনুষ্ঠানটি ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্বদিনে (সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখে) করা যেতে পারে।

ঙ) পুণ্য শনিবার

নিশি জাগরণী অনুষ্ঠান শোভাযাত্রাসহ আলোর উৎসব ছাড়া শুধুমাত্র পুনরুত্থান বাতির বন্দনা ও মঙ্গলসমাচারসহ তিনটি পাঠ করার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে। সাধারণ জল আশীর্বাদ ও দীক্ষাস্নানের সংকল্প নবীকরণসহ খ্রীষ্টযাগের বাকী অংশ অনুসরণ করতে পারবে।

চ) পুনরুত্থান রবিবার

পুনরুত্থান রবিবারের খ্রীষ্টযাগে গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ করা অবশ্যই পালনীয়। তবে কোন কারণে কারো পক্ষে পুনরুত্থান রবিবারে খ্রীষ্টযাগে যোগদান করা সম্ভব না হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত খ্রীষ্টযাগে যোগদান করে ও প্রার্থনা করে মহাপর্ব পালন করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

১) যাদের পাপস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই তারা ঘরে বসেও অনুতপ্তচিত্তে আন্তরিকভাবে নিজ নিজ পাপ স্মরণ করে ক্ষমা-মার্জনা অনুনয় করতে পারে। কারণ ঈশ্বর দয়ালু, তিনি সবার পাপ ক্ষমা করেন। উপরোক্ত পুণ্য শুক্রবার দিন বেলা ১১:৩০ মিনিট হতে ১২:০০ পর্যন্ত ক্যাথিড্রাল গির্জায় ক্ষমা অনুষ্ঠান করা হবে এবং বিশপ সাধারণ ক্ষমা (General Absolution) প্রদান করবেন যা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পাপের সাধারণ ক্ষমা লাভ করতে পারি।

২) পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সারা বিশ্বের সকলকে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্তে প্রতিদিন ব্যক্তিগত ও পরিবারে প্রার্থনা করতে বিনীত আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন।

৩) যাদের পক্ষে কোনভাবে নিস্তার জাগরণী অনুষ্ঠানে গির্জায় গিয়ে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়, তারা পুনরুত্থানের জন্য অফিস অফ রিডিংস (The Office of Readings) প্রার্থনা করবে, দিনের নির্দিষ্ট শাস্ত্র থেকে পাঠ ও ধ্যান করার মাধ্যমে প্রার্থনা করবে।

৪) পুণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানগুলো ক্যাথিড্রাল গির্জা থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। যদি সম্ভব হয়, অনুষ্ঠানগুলো জাতীয় প্রচার মাধ্যম (টেলিভিশন) সরাসরি সম্প্রচার করার সম্ভাব্য সময়সূচী: (নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশ প্রয়োজনে অনুষ্ঠানের পরিবর্তিত সময়সূচী নির্ধারণ করে জনগণকে অবহিত করবেন।)

* তালপত্র রবিবার:	সকাল	৮:৩০ মিনিট
* পুণ্য বৃহস্পতিবার:	সন্ধ্যা	৬:০০ মিনিট
* পুণ্য শুক্রবার:	বিকাল	৩:০০ মিনিট
* পুণ্য শনিবার:	সন্ধ্যা	৮:০০ মিনিট
* পুনরুত্থান রবিবার:	সকাল	৯:০০ মিনিট

Holy Mary Mother God, Pray for us.

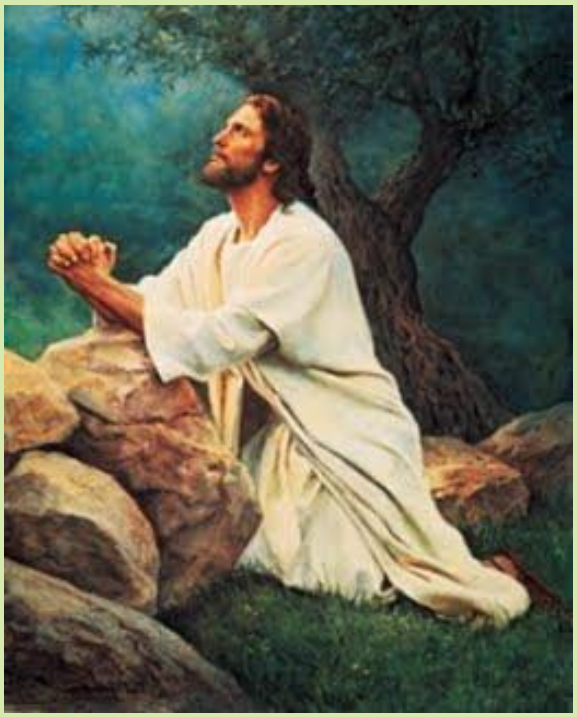

Lord Jesus Christ, have mercy on us all.

Board of Editors:
Fr. Jyoti F. Costa, Fr. Leonard Shonkar Rozario, CSC, Mr. Sukumar Mullick
Published by CBCB Secretariat, 24/C Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka – 1207
E mail: cbcbsec@gmail.com **Web site:** www.cbcbsec.org